219934 - তাবেয়ী কারা, তাবে-তাবেয়ী কারা

প্রশ্ন

তাবেয়ী কারা, তাবে-তাবেয়ী কারা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

তাবেয়ী হচ্ছেন- যারা নবুয়তি যুগের পরে এসেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেননি। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গ পেয়েছেন।

তাবে-তাবেয়ী হচ্ছেন- যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের সাক্ষাত লাভ করেননি; তাবেয়ীগণের সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং তাঁদের সঙ্গ পেয়েছেন। উলুমুল হাদিস এর পরিভাষায়- তাবেয়ী হচ্ছেন: যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন তিনি তাবেয়ী। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, এর জন্য দীর্ঘদিনের সঙ্গ শর্ত নয়। অতএব, যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই তাবেয়ী। তাবেয়ীর মধ্যে উত্তমতার স্তরভেদ রয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) 'নুখবাতুল ফিকার' (৪/৭২৪) গ্রন্থে বলেন: তাবেয়ী হচ্ছেন- যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন। সমাপ্ত। ইবনে কাছির (রহঃ) বলেন: খতিব আল-বাগদাদী বলেন: তাবেয়ী হচ্ছেন যিনি সাহাবীর শিষ্য ছিলেন। হাকেমের বক্তব্যের দাবী হচ্ছে- যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন তাকে তাবেয়ী বলা যাবে। তাঁর থেকে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, যদিও সাহাবীর শিষ্যত্ব না পেয়ে থাকুক না কেন? সমাপ্ত। ইরাকী (রহঃ) তাঁর 'আলফিয়া' (পৃষ্ঠা-৬৬) তে বলেন:

তাবেয়ী হচ্ছেন- যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন।

তাবে-তাবেয়ীন হচ্ছেন তাঁরা যারা তাবেয়ীগণের সাক্ষাত পেয়েছেন; সাহাবীগণকে পায়নি। তাবেয়ীগণের উদাহরণ হচ্ছে- সাঈদ ইবনে আল-মুসায়্যিব, উরওয়া ইবনে যুবাইর, হাসান বসরী, মুজাহিদ ইবনে জাবর, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, ইবনে আব্বাসের ক্রীতদাস ইকরিমা, ইবনে উমরের ক্রীতদাস নাফে। তাবে-তাবেয়ীগণের উদাহরণ হচ্ছে- ছাওরী, মালেক, রাবিআ, ইবনে হুরমুয, হাসান ইবনে সালেহ, আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান, ইবনে আবু লাইলা, ইবনে শুবরুমা, আল-আওযায়ী। দুই:

ইমাম বুখারী (৩৬৫১) ও ইমাম মুসলিম (২৫৩৩) ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে- আমার প্রজন্ম। এরপর তাদের পরে যারা। এরপর তাদের পরে যারা। অতঃপর এমন কওম

আসবে যাদরে সাক্ষ্য হলফরে পছিনে, হলফ সাক্ষ্যরে পছিনে ছুটাছুটি করবে।”

ইমাম নববী বলনে:

বশিুদ্ধ মতানুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রজন্ম হচ্ছে-সাহাবায়ে করোম। দ্বতীয় প্রজন্ম হচ্ছে- তাবয়ৗেগণ। তৃতীয় প্রজন্ম হচ্ছে- তাবে-তাবয়ৗেগণ। [ইমাম নববী রচতি সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১৬/৮৫) থকে সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার বলনে:

হাদসিরে বাণী: “এরপর তাদরে পরে যারা” অর্থাৎ তাদরে পররে প্রজন্ম। তারা হচ্ছনে- তাবয়ৗেগণ। “এরপর তাদরে পরে যারা”। তারা হচ্ছনে- তাবে-তাবয়ৗেগণ। ফাতহুল বারী (৭/৬) থকে সমাপ্ত।

ক্বারী (রহঃ) বলনে:

সুয়ুতী বলনে: বশিুদ্ধ মতানুযায়ী এটি অর্থাৎ প্রজন্ম বশিষে কোনে সময়সীমাতে আবদ্ধ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রজন্ম হচ্ছে- সাহাবায়ে করোম। নবুয়তরে শুরু থকে সর্বশষে সাহাবীর মৃত্যু পর্যন্ত ১২০ বছর এ প্রজন্মরে সময়কাল। তাবয়ৗে-প্রজন্মরে সময়কাল ১০০ হিঃ থকে ৭০ বছর। আর তাবে-তাবয়ৗে প্রজন্মরে সময়কাল এরপর থকে ২২০ হিঃ পর্যন্ত। এ সময়ে ব্যাপকভাবে বদিআতরে উদ্ভব ঘটে। মুতাযলিারা তাদরে মুখরে লাগাম খুলে দয়ে। দার্শনকিরো মাথা ছাড়া দয়িে উঠে। দ্বীনদার আলমেগণকে “কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি” এই মতবাদ মনেে নয়োর জন্য চাপ দয়ো হয়। এভাবে গোটো পরস্থিতি ওিলট পালট যায়। এভাবে আজ অবধি দ্বীনদারি হ্রাস পতেইে আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণীর বাস্তব নমুনা যনে ফুটে উঠছে- “এরপর মথি্যা ব্যাপক হারে দখো দবি”। ‘মরিকাতুল মাফাতহি’ (৯/৩৮৭৮) গ্রন্থ থকে সমাপ্ত।

আল্লাহই ভাল জাননে।